দৈনিক সংবাদ
তারিখ 11 NOV 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

অপারেশন শিক্ষাবোর্ড

ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোরে ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড রয়েছে। এসব শিক্ষাবোর্ডকে আঞ্চলিক বোর্ডে রূপান্তরিত করা হবে। সবার ওপরে থাকবে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড। এরকম সুপারিশ করা হয়েছিল ১৯৮৪ সালে সাবেক সরকারের আমলে গঠিত এনাম কমিটির রিপোর্টে। সম্প্রতি এ বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আইনের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অতীতে এক সময় দেশে একটি শিক্ষাবোর্ড ছিল। তখন লোকসংখ্যা যেমন ছিল কম, ছাত্রছাত্রী ও স্কুল-কলেজের সংখ্যাও ছিল হাতে গোনা। পরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রয়োজনের তাগিদেই ৪টি বোর্ড স্থাপন করা হয়। আজ হয়ত প্রয়োজনের তাগিদে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় আরও পরিবর্তন দরকার। তবে সে পরিবর্তন কেন্দ্রীকরণমুখী হবে, না বিকেন্দ্রীকরণমুখী, সে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

যখন কোন নতুন মন্ত্রণালয় গঠনের কথা ওঠে, আমরা শংকিত হই। কারণ তাতে মন্ত্রী ও আমলার সংখ্যা বাড়ান চলে, কিন্তু দেশের কাজ তেমন কিছু হয় না। কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড গঠনের ব্যাপারেও সে ধরনের আশংকার কারণ রয়েছে।

দেশের প্রতিষ্ঠিত ৪টি বোর্ডকে ডিমোশন দিয়ে আঞ্চলিক বোর্ডে রূপান্তর এবং তাদের ওপরে একটি সুপার বোর্ড স্থাপনের ফলে কাজকর্মের সুবিধা হবে না অসুবিধা হবে সেদিকটি বিশেষ বিবেচনায় রাখা দরকার। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় এটা হবে মাথার ওপর মাথা বসানোর মত ব্যাপার। চারটি বোর্ড তাদের স্বায়ত্তশাসন হারাবে। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বোর্ডগুলোকে অপেক্ষা করতে হবে কেন্দ্রীয় বোর্ডের মতামতের জন্য। ফাইল চালাচালির কাজটি যাবে বেড়ে। প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হবে। এসবের পরিণতিতে পরীক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দুর্ভোগ বাড়ার আশংকা থাকবে। বস্তুত বিভিন্ন বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষকদের কাছ থেকে ইতোমধ্যেই এ ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।

আমাদের সব কাজেই মাথাভারী প্রশাসনের প্রাধান্য লক্ষণীয়। উৎপাদন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পদে পদে সেখানে হোঁচট খেতে হয়। এখন আবার বোর্ডের ওপর অপারেশন চালিয়ে কেন্দ্রীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠার নামে হোঁচট খাওয়ার আর একটি চৌকাঠ পাতার ব্যবস্থা না হয় সেটা দেখা দরকার।

বর্তমান বোর্ডগুলোর কাজ কতটা সুষ্ঠুভাবে চলছে সেটা দেখাশোনার সুব্যবস্থা বরং বেশি প্রয়োজন। প্রায়ই দেখা যায় কোন কোন বোর্ডের এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। পরীক্ষায় নকল আর এক ভয়াবহ সমস্যা। বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষার খাতা কোথায় কিভাবে বিলিবন্টন হয় সে খবর অনেক সময় ফাঁস হয়ে যায়। সেই সূত্রে আবার পরীক্ষার খাতা নিয়ে জালিয়াতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ ভুলভ্রান্তির অভিযোগ উঠেছে, যার ফলে পরীক্ষার্থীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এসব সমস্যা দূর করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হোক- সেটা সকলের কাম্য। একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের মাধ্যমে যে সবকিছু সমাধান হয়ে যাবে তার গ্যারান্টি কোথায়?

এসব বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সবদিক ভেবেচিন্তে দেখা দরকার। হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিণতি যে কত মারাত্মক হতে পারে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের গৃহীত একটি পদক্ষেপে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে একবার হ্যাঁ, একবার না করে কর্তৃপক্ষ যে কান্ডটা করলেন, তাতে বোঝা যায় এসব সিদ্ধান্তের পেছনে কোন সুস্থ চিন্তাভাবনা ছিল না। মাঝখান থেকে কর্তৃপক্ষ আমাদের কিশোর সন্তানদের রাজপথে নামিয়ে ছাড়লেন। তাদের কেউ কেউ এখনও জেলে। অথচ উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হলে হয়ত কোন সমস্যাই থাকত না।

চারটি বোর্ডের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন বা তাদের কাজের তদারকির প্রশ্ন নিশ্চয়ই রয়েছে। সে ক্ষেত্রে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। তার ওপরে মন্ত্রণালয়। এতেও যদি কাজ না হয়, আর এক মাথা সৃষ্টি করে কি লাভ। এর ফলে বরং প্রশাসনের কেন্দ্রীভবন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টির আশংকাটাই বড় হয়ে দেখা দেবে।

...র যদি একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করতেই হয়, বাকি চারটি বোর্ড উঠিয়ে ...কি হয়?